২৪/৬/২০০৭

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

বাংলাদে... প্রযুক্তি ...

ড. চৌধুরী মফিজুর রহমান

মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে তথ্য প্রযুক্তি। আমাদের দেশে এর ছোঁয়া একটু-আধটু লাগলেও উন্নত বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব সব ক্ষেত্রে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রকাশনা, প্রতিরক্ষা, ব্যবস্থাপনা, শিল্প-কলকারখানা প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নত বিশ্বে কম্পিউটারকে সফলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে— যার ফলশ্রুতিতে কম সময়ে এবং বেশি দক্ষতায় সম্পন্ন করা যাচ্ছে অনেক বেশি কাজ। ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজগুলো হচ্ছে অনেক বেশি তথ্যনির্ভর এবং কার্যকরী। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য সামগ্রিক উন্নয়নে খুব বড় প্রভাব ফেলতে পারছে না। বরং দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করবে দেশের মেধা-ঘনত্বের ওপর। উন্নত বিশ্বে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে আনুপাতিক হারে সেখানে দিন দিন তথ্য প্রযুক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ কর্মীর চাহিদা বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন এত বেশি শূন্য পদ সৃষ্টি হচ্ছে যে, সেই শূন্যতা পূরণের জন্য যোগ্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না। আর এ কারণটিই মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে মেধা স্থানান্তরের জন্য বহুলাংশে দায়ী। ভারত, সিঙ্গাপুর, ফিলিপিন্স, চীন, থাইল্যান্ড এ সমস্ত দেশে প্রতিবছর যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করছেন তাঁদের বেশিরভাগই পাড়ি জমাচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় উন্নত দেশগুলোয়। ফলস্বরূপ সমগ্র এশিয়ায় নেমেছে শূন্যতা। তথ্য প্রযুক্তির বিস্তার ঘটাতে হিমশিম খাচ্ছে এশিয়ার দেশগুলো। দক্ষ ও যোগ্য লোকের অভাব দিন দিন প্রকটতর হয়ে উঠছে। মে মাসের এশিয়া উইক থেকে কিছু তথ্য সন্নিবেশিত করলাম। সিঙ্গাপুরে প্রতিবছর দুই হাজার পাঁচ শ' জন তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বের হলেও সেখানে প্রতিবছর দশ হাজারের মতো নতুন পদের সৃষ্টি হওয়ায় ক্রমাগত বড় ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। কোরিয়াতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটাতে সেখানে প্রতিবছর ন্যূনতম এক লাখ দক্ষ কর্মী দরকার। অথচ কোরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সর্বসাকল্যে প্রতিবছর আটচল্লিশ হাজার আইটি গ্রাজুয়েট বের হচ্ছে। একইভাবে হংকংয়ে প্রতিবছর যে চার হাজার নতুন পদ তৈরি হচ্ছে সেগুলো পূরণ করার জন্য দক্ষ ও যোগ্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না। চীনে আশঙ্কাজনকভাবে শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ায় সেখানে প্রতিজন প্রোগ্রামারের জন্য গড়ে এক শ'টি চাকরি অপেক্ষা করছে। এ সকল শূন্যতা মূলত এশিয়া থেকে উন্নত বিশ্বে মেধা স্থানান্তরের জন্যই তৈরি হয়েছে। এশিয়ার এ শূন্যতা দূর করার জন্য এশিয়ার মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলো এগিয়ে আসতে পারে। এত দিন আমাদের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইউরোপীয় দেশগুলোতে পাড়ি জমানোর আগ্রহ বেশি লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু এশিয়ার দেশগুলোতেও যে নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে তা আমাদের বুঝতে হবে এবং সেই মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কূটনৈতিক মিশনগুলো বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কূটনৈতিক মিশনগুলোর মাধ্যমে এ ধরনের অমিত সম্ভাবনার কথা আমরা শুনতে পাইনি। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আগামী দশ বছরে জাপান সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখবে এবং জাপানেই সবচেয়ে বেশি কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ বছরের বাজেটে জাপানে তথ্য প্রযুক্তি খাতকে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে জাপান তথ্য প্রযুক্তিতে অন্যতম শীর্ষস্থানে পৌছতে চায়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০০৫ সালের মধ্যে জাপান কমপক্ষে দু'লাখ দক্ষ লোক এশিয়ার দেশগুলো থেকে যোগাড় করার চেষ্টা চালাবে। এছাড়া ডিজিটাল ডিভাইড দূর করার প্রয়াস হিসাবে জাপান ২০০৫ সালের মধ্যে পনেরো বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় জাপান ২০০০ সাল থেকে মঙ্গোলিয়া ও ভিয়েতনামে তথ্য প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। অনুরূপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডেও খুব শীঘ্র শুরু হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশসহ এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলোতে তথ্য প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানোর প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে শিক্ষক সঙ্কট। আমরা কি জাপানের কাছ থেকে এ বিষয়ে সাহায্য নিতে পারি না? আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি এ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল? এ বিষয়ে কি জাপানে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনের কোন দায়-দায়িত্ব নেই? ভারত কিন্তু এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। ভারত ইতোমধ্যেই জাপানের বাজারটিতে প্রবেশের পদক্ষেপসমূহ সুচারুভাবেই সুসম্পন্ন করেছে। আর এ কারণেই টোকিওতে জেগে উঠছে নতুন নতুন ভারতীয় হোটেল— যা টোকিওতে ভারতীয় প্রোগ্রামারদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাও...

...বিবেচনা করা যেতে পা... ভারত জাপানের সাথে ... সম্মত হয়েছে। প্রোগ্রামার... দেশেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ... বছরের ফেব্রুয়ারিতে পাঁচ ... উত্তীর্ণ হয়ে জাপানে পাড়ি জ... অংশ হিসাবে ভারতের চল্লি... টোকিওতে তাদের ব্রাঞ্চ অফি... না নিলে জাপানের এই বাজার... হারাব। ডিপ্লোমা ডিগ্রীসহ ভার... হাজার কম্পিউটার গ্রাজুয়েট ... দেশে সর্বসাকল্যে তিন হাজার গ্র... অবিলম্বে তথ্য প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট শি... গুণে বাড়ানো দরকার বলে মনে ... আনুপাতিক হারে ল্যাবরেটরি সু... বাড়াতে হবে। সরকার ২০০৭ সা... রফতানির লক্ষ্যমাত্রা দুই বিলিয়ন ... অর্থনৈতিক মন্দার কারণে মার্কিন ... কোম্পানি লোক ছাঁটাই করতে ... ব্যাঙ্গালোরেই সত্তরটি কোম্পানি ... গেছে। সিলিকন ভ্যালিতে চব্বি...

মার্কেটের ৫ম তলায় মার্কেট অফিসে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত হয়ে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে আগামী ১৫-৭-২০০১ইং তারিখের মধ্যে দরপত্র জমা দিতে হবে।
কর্তৃপক্ষ

ভর্তি চলছে Since 1991
OMECA
ইঞ্জিনিয়ারিং
আর্কিটেকচার,মেডিকেল, ভার্সিটি, BBA
ভর্তি কোচিং
১ম, ৩য়, ৪র্থ সহ বুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় ৫৫৩ জনের সর্বাধিক সাফল্য
১৬ই জুন থেকে SPEACIAL BATCH এর ক্লাস শুরু
...যোগাযোগ ঃ
...শাখা ঃ ৭৮ গ্রীন রোড, (৩য় তলা), ফার্মগেট, ঢাকা ...১১২১১৩। মালিবাগ শাখা ঃ ১ নং সিদ্ধেশ্বরী রোড, ...মৌচাক, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৩৩৮৯৪১। ধানমন্ডি শাখা ঃ ... রোড # ১/এ, (২য় তলা), (পুরাতন ১১), ঢাকা ...৩। মিরপুর শাখা ঃ বাড়ী # ২, রোড # ১০, ...ন # ১৩, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৩৩৮৯৪১।
...ল্লা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ..., যশোর, কুষ্টিয়া, সিলেট
গাইড বই ফ্রি

...তা মৃত আবদুল হান্নান, সাং- ...ওয়্যার লিঃ এর পক্ষে নিম্ন ...দেউরী, থানা- কোতয়ালী, ... আপত্তি থাকিলে আগামী ... যোগাযোগ করার জন্য ...ইবে এবং মেয়াদান্তে ... ১৬ নং মৌজা ... ৫০৫ (পাঁচশত ...র্চ নং আর,এস ২৯৫ নং ...(আটচল্লিশ) নং দাগে নাল জমি